দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 12 FEB 2005
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

চবিতে এবার পদোন্নতি জালিয়াতি ॥ পিয়ন থেকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার!

এহসান জুয়েল, চবি ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪শ' সার্টিফিকেট জালিয়াতির পর এবার ঘটেছে চাঞ্চল্যকর 'পদোন্নতি জালিয়াতি'র ঘটনা। সিন্ডিকেট ও সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে পদোন্নতির ভুয়া নিয়োগপত্র নিয়ে দশ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দফতরে চাকরি করছেন মোহাম্মদ ইউসুফ নামের এক কর্মকর্তা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সামান্য এক অফিস বিয়ারার (পিয়ন) পদে যোগদান করে চতুর এ কর্মচারী এখন কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ পদ ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে যোগদানের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছেন। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী সেকশন অফিসার পদেই তাঁর পদোন্নতি হয়নি। এ ঘটনায় চবি অফিসার সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে।

১৯৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় সেকশন অফিসার পদে মোহাম্মদ ইউসুফের পদোন্নতি বাতিল হয়ে গেলেও তিনি প্রশাসনের একটি চক্রের যোগসাজশে ভুয়া নিয়োগপত্র দিয়ে যোগ দিয়েছেন সেকশন অফিসার পদে। শুধু সেকশন অফিসার নয়, পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়েছেন সহকারী রেজিস্ট্রার পদেও। সিন্ডিকেট সভায় পদোন্নতি বাতিল হওয়া এ কর্মকর্তা ১০ বছর ধরে সেকশন অফিসার ও সহকারী রেজিস্ট্রার পদের মোটা অঙ্কের বেতনও তুলছেন।

জানা গেছে, বর্তমান রেজিস্ট্রার ভবনে কর্মরত সহকারী রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইউসুফ ২২ বছর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী সমিতির অফিস পিয়ন পদে যোগ দেন। এর পর তিনি শারীরিক শিক্ষা বিভাগের টাইপিস্ট হিসেবে ৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে যোগ দেন রেজিস্ট্রার অফিসের উর্ধতন সহকারী পদে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় সিলেকশন কমিটি এক সুপারিশপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ১৬ উর্ধতন সহকারীকে সহকারী রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি এবং সুপারিশপত্রের শেষ অনুচ্ছেদে মোহাম্মদ ইউসুফের পদটিকে সহকারী রেজিস্ট্রার পদে 'রূপান্তর'র সুপারিশ করে। সিলেকশন কমিটির সুপারিশটি ১৯৯৫ সালের ২৩ নবেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২১৮তম সভায় পাঠানো হয়। কিন্তু সহকারী রেজিস্ট্রার পদে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

চবিতে এবার পদোন্নতি

(১২-এর পাতার পর)

পদোন্নতির শর্তানুযায়ী উর্ধতন সহকারি পদে পদোন্নতির জন্য উর্ধতন সহকারী হিসেবে চার বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়। মোহাম্মদ ইউসুফের চার বছর কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় সিন্ডিকেটের সভায় বাকি ১৬ জনকে পদোন্নতি দেয়া হলেও তার পদোন্নতি কিংবা সহকারী রেজিস্ট্রার পদে পদটি রূপান্তর– দু'টি সিদ্ধান্তই বাতিল করা হয়।

এদিকে, সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে ঐ দিনই তাঁর নামে রেজিস্ট্রার দফতরের পক্ষ থেকে একটি ভুয়া নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়। নিয়োগপত্রে তাকে সহকারী রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন যাচাই বাছাই না করার পাশাপাশি সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্তকেও উপেক্ষা করা হয়। সিলেকশন কমিটির সভায় তাঁর পদটিকে রূপান্তরের সুপারিশ করা হলেও নিয়োগ পত্রে তাঁকে পদোন্নতি দেয়া হয়। ভুয়া এ নিয়োগপত্র নিয়ে তিনি ৬ বছর চাকরি করার পর ২০০১ সালে সহকারী রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি পান। চলতি মাসের ১৬ তারিখ তাঁকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। কিন্তু যিনি এখনও সেকশন অফিসারই হননি, তিনি কিভাবে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি পান? এ প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে ভুয়া নিয়োগপত্র নিয়ে পদোন্নতিপ্রাপ্ত উক্ত কর্মকর্তাকে আবারও পদোন্নতি দেয়া হলে চবি অফিসার সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার কর্মবিরতির হুমকি দিয়েছে। তাছাড়াও উক্ত মোহাম্মদ ইউসুফের বিরুদ্ধে একটি পদে কর্মরত থেকে ডবল ভাতা গ্রহণের অভিযোগ তদন্ত কমিটির তদন্তে ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও অধ্যাপক আবদুর রহমানের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বর্তমানে তাঁর বেতন থেকে টাকা কর্তন করা হচ্ছে। জানা গেছে, বর্তমান কর্মস্থল রেজিস্ট্রার দফতরের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট শাখায় তিনি একই পদে চাকরি করে পদের বিপরীতে প্রতিমাসে ২৫০ টাকা ও ৫শ' টাকা হারে ডবল ভাতা গ্রহণ করতেন।